শ্রেষ্ঠতার পর্য্যবসান -সম্ভবপর, সর্ব্বভগবৎস্বরূপে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠতা থাকা সম্ভবপর নয়। তথাপি কোনও কোনও সাধক-ভক্তের নিজের অভীষ্টপ্রদানে সমর্থরূপে নির্দ্দিষ্ট ভগবৎস্বরূপ হইতে উৎকৃষ্ট ভগবৎস্বরূপের অজ্ঞান-জন্য অন্য ভগবৎস্বরূপেও অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষশালী ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অল্পশক্তিপ্রকাশক ভগবৎস্বরূপেও ইনি আমার সর্ব্বার্থপ্রদানে সমর্থ— এইরূপ শ্রদ্ধা উদয় হওয়া অসম্ভব নয়। এইপ্রকার অর্থাৎ যেমন ভজনীয় তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইল, তেমনই ভজনপদ্ধতি নির্দ্দেশ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে শাস্ত্রার্থ বিচার হইতেও বস্তু পরিচয় হইলে সেই তত্ত্ববস্তু অনুভবের জন্য নিদিধ্যাসন নামক সেই সেই স্বরূপের উপাসনা-পদ্ধতি বিষয়ক ভেদ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিচারপ্রধান সাধকগণের এই সাধনপদ্ধতি দেখান হইল। রুচিপ্রধান সাধকগণের কিন্তু বিচারপ্রধান সাধকগণের মত বিচারের অপেক্ষা নাই। পরন্তু সাধুসঙ্গ, লীলাকথা শ্রবণে রুচি এবং শ্রদ্ধা ও পুনঃপুনর্ব্বার শ্রবণাদিরূপ ভজনপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেমন, প্রথম স্কন্ধে ২।১৬ শ্লোকে শুশ্রুষোঃ শ্রদ্দধানস্য ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ পুণ্যতীর্থ নিসেবন হইতে সাধুসঙ্গ হইবার সম্ভাবনা করা যায়, সেই সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ সম্ভব হয়, সেই শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধু ও হরিকথার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। তৎপর সাধুসেবা করিবার জন্য রুচির উদয় হইতে পারে। পরেও দেখান হইবে "সতাং প্রসঙ্গাৎ মমবীর্য্যসম্বিদঃ"—এই ৩।২৬ অধ্যায়ে উক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থে সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে শ্রীহরিকথাপ্রসঙ্গ হইয়া থাকে। সেই কথা আসক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে শ্রদ্ধা, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। প্রীতিলক্ষণ ভক্তি পাইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে কিন্তু রুচিপ্রধান ভক্তিই শ্রেষ্ঠ এবং অনুকূল। অজাতরুচি সাধকগণের মত বিচারপ্রধান মার্গ অনুকুল হয় না। এই অভিপ্রায়ে ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ৭।৯।৪৮-৪৯ শ্লোকে বলিয়াছেন— হে প্রভো! তোমার ভক্তি দ্বারাতেই তোমাকে জানা যায় কিন্তু শাস্ত্রাধ্যয়ন বুদ্ধিকৌশল প্রভৃতি দ্বারা তোমাকে জানা যায় না। তোমাতে ভক্তিহীন জন সর্ব্বদাই সর্ব্বজীবে অবস্থিত থাকিলেও তোমাকে জানে না। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ (গুণাধিষ্ঠাত্রী দেবী), গুণীগণ (ব্রহ্মাদি), মহদাদি (মনঃপ্রভৃতি) এবং দেবতা মনুষ্য, ইহারা সকলেই জড়োপাধি বলিয়া আদি ও অন্তবিশিষ্ট। অতএব নিরুপাধি, আপনাকে কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইতে পারে? এইজন্য পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া অধ্যয়নাদি ব্যাপার